প্রেমরেখা

এ. আর. ফিল্মসের ছবি

রঞ্জনা বসু
প্রযোজিত
এ, আর, ফিল্মসের
নিবেদন

প্রান্তরেখা

চিত্রগ্রহণ ও
পরিচালনা
দীনেন গুপ্ত
সঙ্গীত
সুধীন দাশগুপ্ত
কাহিনী ও গীতিকার
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য
শেখর চট্টোপাধ্যায়

পরিবেশনা
লিবানী ফিল্মস্

কলাকুশলী

সম্পাদনা—রমেন ঘোষ
শিল্পনির্দেশনা—বিমল সরকার
রূপসজ্জা—মনতোষ রায়
ব্যবস্থাপনা—সুধীর রায়
কোষাধ্যক্ষ—বিনয় ঘোষ
শব্দগ্রহণ—জে, ডি, ইরানী
সঙ্গীতানুলেখন
সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
(টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও)
সাজসজ্জা—সয়ুলাল
স্থিরচিত্র—স্টুডিও বলাকা
পটশিল্প
বলরাম চট্টোপাধ্যায়
ও নবকুমার কয়াল
প্রধান সহঃপরিচালক
সুজিত গুহ
শব্দপুনঃর্যোজন
জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়
(ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ)
পরিচয় লিখন—রতন বরাট
প্রধান সহঃ চিত্রগ্রহণ
কান্তি তিওয়ারী
প্রধান সহঃ সম্পাদক
বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী বৃন্দ

সম্পাদনা—উজ্জ্বল নন্দী
শিল্পনির্দেশনা—অনল পাইন
পরিচালনা
তপন চট্টোপাধ্যায়
চিত্রগ্রহণ—
জনক, দশরথ বিশাল, নিশামণি
শব্দগ্রহণ—সিদ্ধি নাগ
ব্যবস্থাপনা—খোকন দাস
সঙ্গীতানুলেখন
বলরাম বারুই
বহির্দৃশ্যে শব্দগ্রহণ—
সৌমেন চট্টোপাধ্যায়
রূপসজ্জা—পাঁচু দাস
শব্দ পুনঃর্যোজন
ভোলানাথ সরকার
গোপাল ঘোষ
অন্তর্দৃশ্যগ্রহণ—ইন্দ্রপুরী স্টুডিও
বহির্দৃশ্যগ্রহণ—রাজগীর
গৌরী মুখোপাধ্যায় ও
অজিত রায়ের তত্ত্বাবধানে
ইউনাইটেড সিনে
ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।
পরিস্ফুটনে
শৈলেন চট্টোপাধ্যায়
পঞ্চানন সরকার
চণ্ডীচরণ [illegible]
পীতাম্বরদাস
আলোকসজ্জা
হেমন্ত দাস, মনোরঞ্জন দত্ত
সুখরঞ্জন দত্ত, বিনয় ঘোষ
দেবেন দাস
নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত—
মান্না দে
আরতি মুখোপাধ্যায়
বনশ্রী সেনগুপ্ত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

রত্না চট্টোপাধ্যায়
মিঃ রাজু
মিঃ দয়াল, এস, ডি, ও
পি, ডবলু, ডি, রাজগীর
মিঃ এ, কে, সিনহা
ফরেষ্ট রেঞ্জার—রাজগীর
এস, ডি, ও (সিভিল)
বিহার শরীফ
ও, সি, রাজগীর থানা

ভূমিকায়

বিশ্বজিৎ
রাজশ্রী বসু
বসন্ত চৌধুরী
শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়
অনুপকুমার
রবি ঘোষ
চিন্ময় রায়
শেখর চট্টোপাধ্যায়
কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
জহর রায়
শিবানী বোস
গীতা দে
বনানী চৌধুরী
দীপিকা দাস
তপন চট্টোপাধ্যায়
অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়
অমরনাথ মুখোপাধ্যায়
বীরেন চট্টোপাধ্যায়
অতি দাস
ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
গনেশ সরকার
দীপক গঙ্গোপাধ্যায়
প্রশান্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
জীবন গুহ
চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
তাপস ঘোষ
দীপেন আচার্য
বংশী দাস
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
মিহির দাস
সয়ুলাল। আদিত্য
মাষ্টার পরন্তপ লাহিড়ী
শম্ভু ভট্টাচার্য
কৌশিকব্রত দত্ত
দীনবন্ধু মাহাতো
প্রদ্যোৎ গঙ্গোপাধ্যায়
স্বপন রায়চৌধুরী
সমীর বোস
সমীর মজুমদার
মাখন কুমার
জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়
অণিমা দাস
রিতা দাস
সোমা মুখোপাধ্যায়
মঞ্জুশ্রী বোস
প্রভাতি মিত্র
প্রণতি সিংহ

প্রচার পরিকল্পনা
বিদ্যুৎ চক্রবর্তী

গল্প

সামান্য একটা মুরগী—যদি ঝুড়ি খুলতেই উড়ে পালিয়ে না-যেতো তাহলে এ কাহিনীর সুরুই হতোনা কোনদিন। তাহলে জয়দেববাবুর ভাইঝি দীপিকার প্রয়োজনই হতোনা কোলকাতা থেকে হাওয়া বদলাতে আসা রিটায়ার্ড মেজর বিপত্নীক অধীর রায়চৌধুরীর বাড়িতে ঢোকার।

তাহলে পেয়ারা চোর মনে করে অধীরবাবুরও প্রয়োজন হতোনা দীপিকাকে হাতেনাতে ধরতে যাওয়ার, আর পেয়ারা গাছের নীচেই পড়ে গিয়ে পায়ে দারুণ যন্ত্রণা ঘটিয়ে ওই দীপিকার সেবাতেই সুস্থ হয়ে ওঠার কোনো সুযোগ-ই পেতেন না তিনি।

হয়তো অধীরবাবুর একমাত্র ছেলে অশোক বন্ধুদের নিয়ে হঠাৎ ক'টা] দিন ছুটি

পেয়ে ওই সময়েই ওখানে বেড়াতে আসতো—দীপিকাকে দেখে হয়তো ভালোও লাগতো তার, কিন্তু সে-ভালো লাগাটা অতো সহজেই প্রজাপতির পাখার রঙে বিয়ের মন্ত্রে ঝিলমিল করে উঠতোনা!

পুত্রবধূকে পেয়ে অধীরবাবুর ভাঙ্গা ঘর শুধু জোড়াই লাগলোনা, যেন প্রাণবন্যায় জীবন্ত হয়ে উঠলো। দীপিকাও সেবায় মমতায় ভালোবাসায় ভরিয়ে তুললো ছোট্ট একটি সংসার। অধীরবাবু সবাইকে ডেকে ডেকে বলতে সুরু করলেন—"বল, আমার পছন্দের তারিফ কর?"

স্ত্রীর ভালোবাসায় আত্মহারা অশোকও কিন্তু পছন্দ করে উঠতে পারলোনা ঠিক কোন্ জায়গাটা তাদের "হনিমুন"-এর পক্ষে অপূর্ব হবে! দুজনে তাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেখানে খুশি ট্রেন থেকে নেমে, যেদিন খুশি যেখানে যাবার মনস্থ করে ফেললে। ওদের দুজনার সে-খুশির রাগিনী তাই অচেনা পাহাড়ে—অচেনা নদীতে—অজানা পথে—অজানা ঝর্ণায় সুরের রেশ তুললো—"কী যেন ছোঁয়ালে! কেন আমার এ-মন জাগালে?"

এই দুরন্ত উচ্ছাসেই তাই এক ঝড়ের রাত্রে ওদের বাসে ওঠা। সেই ঝড়-বৃষ্টির রাতেই পাহাড়ী পথে সে বাসের দুর্ঘটনা। যে দুর্ঘটনার স্মৃতি হয়ে রইলো শুধু কয়েকটা বিকৃত মৃতদেহ। আর ভাগ্যের দুর্জ্ঞেয় খেয়ালে বেঁচে রইলো দীপিকার মত সর্বহারা কয়েকজন।

বহুপরে খবর পেয়েও অশোকের বন্ধু শ্যামল ফটো দেখে স্বচক্ষে সনাক্ত করে এলো অশোকের দেহকে—প্রাণহীন নিঃস্পন্দ অশোক। অধীরবাবুর আঘাত হয়তো অসহ্যই হতো কিন্তু দীপিকার মুখ চেয়ে তিনি সমস্ত সহ্য করে নিলেন। তাই কোলকাতার বাস তুলে দিয়ে বাসা নিলেন এক দূরের নতুন সহরে—যেখানে দীপিকার পরিচয় পুত্রবধূরূপে নয়, আপন কুমারী-কন্যারূপে।

সেখানেই তাঁর নতুন বন্ধু সত্যেনবাবুর মাধ্যমে দীপিকা আবার কলেজে ভর্তি হলো—তিনিই দীপিকার প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত করে দিলেন সঞ্জয়কে। সঞ্জয় "কিং লীয়ার" পড়াতে-পড়াতে "কর্ডেলীয়ার" চরিত্রের ওপর দীপিকার বক্তব্য শুনে চমকে উঠলেও ঠিক বুঝতে পারলোনা দীপিকার আসল মানসিক দ্বন্দ্বকে।

ওদিকে দীপিকার কলেজের বান্ধবী পদ্মা সোজাসুজিই দীপিকাকে বলে বসলো—"আমি ভালবেসে ফেলেছি সঞ্জয়কে। অর্থাৎ ও তোর গুরু আর আমার পরমগুরু।"

দীপিকা শুধু চেয়েই রইলো পদ্মার দিকে। পদ্মা তখনও বলে চলেছে—"জীবনে তো ভালোবাসলি না—ভালোবাসার মর্ম তুই কী বুঝবি?" দীপিকার চোখের জল দেখার সময় তখন পদ্মার নেই!

কিন্তু বিপর্যয় বাঁধালো সঞ্জয়ই। একদিন নিরুচ্চার দীপিকার বুকের ওপর নতুন করে হাহাকার তুললো তার কথা—"আমি ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস করি, তোমার

যদি কোন অতীত থাকে, তার কোন হিসাব আমি চাই না।" সে জানতে পারলোনা দীপিকার অতীত, তথাকথিত অতীত নয়, তা' তার সিঁথির সিঁদুরের রক্তের রঙে রঙিন !

মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ মনে করে অধীরবাবুকে—সঞ্জয় সরাসরি দীপিকাকে বিয়ের প্রস্তাব জানালে। অধীরবাবু প্রথমটা শিউরে উঠলেও একান্তে বুকভাঙ্গা স্বরে দীপিকাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন—আমার নিজের মেয়ে যদি সত্যিই এমন দুর্ভাগা হতো, তাহলে কি আমি আবার তার বিয়ে দিতাম না ? তখন কি আজকের সমাজ এই বিধবা-বিয়েতে কোন ভ্রুকুটি করতো ? তাহলে আপত্তিটা কোথায় ?

দীপিকা কিন্তু কিছুতেই মানতে পারলোনা তাঁর যুক্তি। তার অন্তঃকরণে অশোক ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ অকল্পনীয়। সে যে ওর স্মৃতিটুকু বুকে করেই জন্ম-জন্মান্তর কাটিয়ে যেতে পারে !

অসহায় দীপিকার এই আত্মসমর্পণের সহায় হয়ে সত্যি-ই কি কেউ নেই ? সে ছুটে গেলো পদ্মার কাছে, ছুটে গেলো সঞ্জয়ের বাড়ি। কিন্তু সত্যিই কি দীপিকার কেউ নেই ?

গান । এক

চল্‌রে ঘোড়া এক-পা খোঁড়া
লণ্ডন-প্যারিস্-যানা।
একটু না হয় কানে খাটো
বুদ্ধিতে নয় একটু মাটো
নয় কানা নেই ডানা
ও পক্ষীরাজের ছানা।

ও চেঞ্জারবাবু, সরে দাঁড়ান
রাস্তা ছেড়ে স্বাস্থ্য বাড়ান
সাহারা কি বাগ্‌দাদে
খান্‌না হাওয়া আহ্লাদে
একটুখানি তফাতে যান
কেউ করেনি মানা।

ও মিঁয়া বিবি, জোরে হাঁটুন
কাটলে টিকিট জলদি কাটুন
বোরখা ঢাকা দৃষ্টিকে
একটু ফেরান এইদিকে
কখন এসে পড়বে ঘাড়ে
নেই তা কারো জানা।

গান । দুই

কী যেন ছোঁয়ালে
কেন আমার এ মন জাগালে ?
আমি যে শুধু তোমারি
জানিনা কী করে চিনে নিলে ?
যেখানেই থাকি তাই
তোমাকেই যেন পাই
শুধু এইক্ষণ সারাটি জীবন
ফিরে পাই দুজনে মিলে।
মিলনের এই ছায়া পড়ে
আকাশ মাটি প্রান্তরে,
চিরদিন এ-দুজনে
হয়েছি একমন
এ-তুমি সেই আমারি কাছেই
জনমে জনমে ছিলে ॥

গান প্রসঙ্গে

গান । তিন

হারিয়ে যেতে যেই ইচ্ছে করে
লজ্জা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে ;
মনকে নিয়ে এই ভয়
বুঝিনা একী হয়।
বলতে কিছু চাই সোজাসুজি
থমকে থেমে সেই কথা খুঁজি
স্বপ্ন শুধুই দেখি বন্ধ ঘরে।
মনটা যখন জাগে আমি ঘুমাই
দুজনকে একসাথে কী সে জাগাই,
এই যে আড়াল আমি নিজে টানি
হয় না জানা এই জানাজানি
সামনে থেকেও থাকি দূরে সরে ॥

গান । চার

যে-কতদিন আকাশ দিয়ে
দল বেঁধে যায় হাঁস
যে-ক'দিন শিমুলতলায়
দাঁড়ায় ফাগুন মাস
সে-ক'দিন দূরকে কাছে চেয়ো
যা খুশী তাই নিয়ে গান গেয়ো।
পলাশের পাতায় ঢাকা পড়ে
যে ক'দিন সূর্য ওঠে ভোরে
সোনা রং ঝরলে গায়ে
চমকে ওঠে ঘাস।
সে ক'দিন দূরকে কাছে
চেয়ো।
নিয়মের মন সে-ক'দিন
সর্বনাশের ঝোঁকে
ধুলো দিক্ সব নিষেধের
পলক হারা চোখে ;
খেয়ালের পক্ষীরাজে চড়ে
বাঁধা ছক্ দাওনা বদল করে
সে-ক'দিন ভুলেই থেকো
সকল অবিশ্বাস।
সে-ক'দিন দূরকে কাছে
চেয়ো ॥

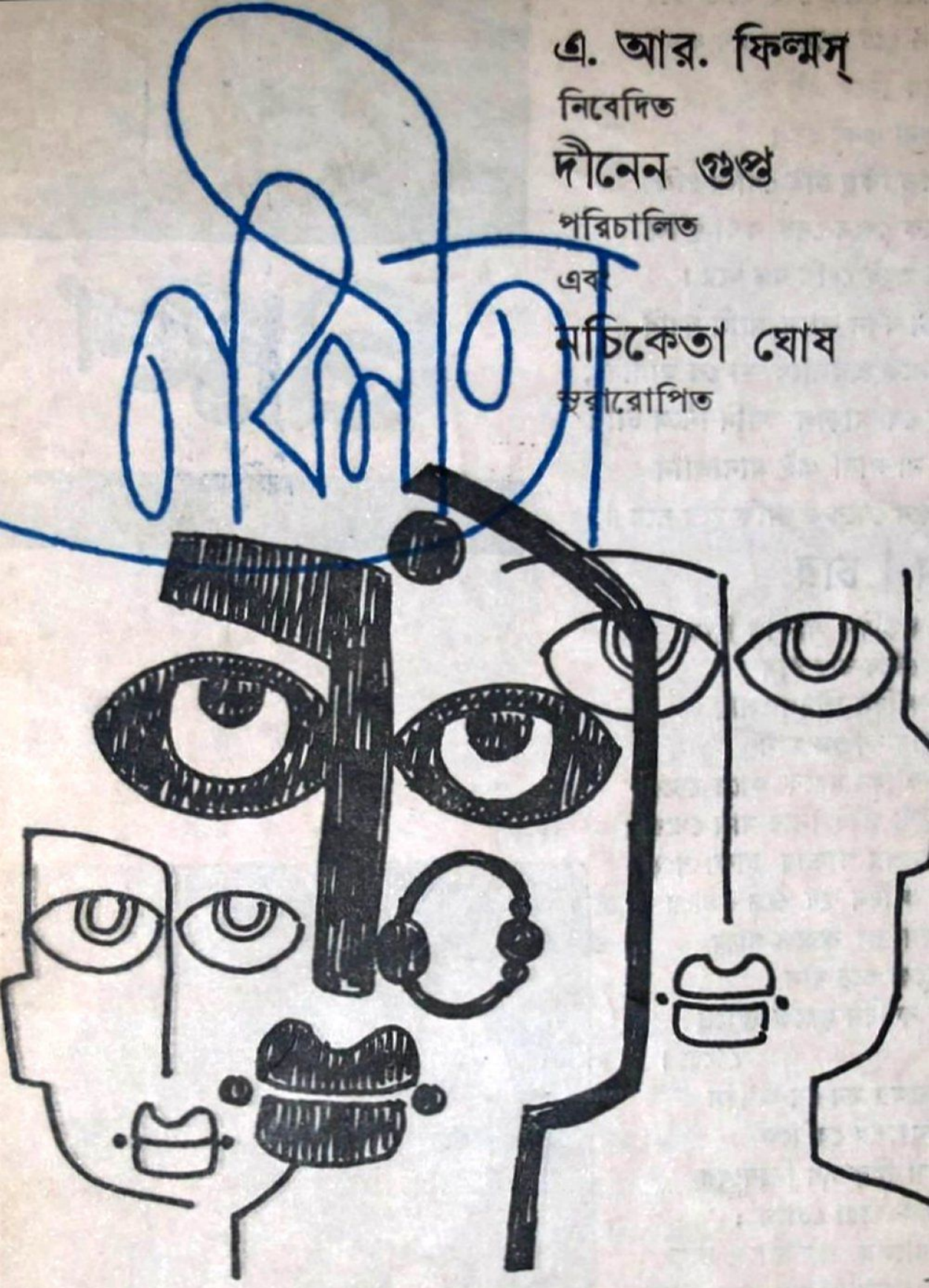

এ. আর. ফিল্মস্
নিবেদিত
দীনেন গুপ্ত
পরিচালিত
এবং
নচিকেতা ঘোষ
সুরারোপিত

লিবানী ফিল্মসের পরিবেশনায় পরের ছবি !

লিবানী ফিল্মসের পক্ষে বিদ্যুত্ চক্রবর্তী প্রকাশ করেছেন,
ছেপেছেন ঃ ইম্প্রেশন, ৩৩ বি মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬।